দৈনিক ইত্তেফাক

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 03 JUL 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 5

126

03 JUL 1988

হাসপাতাল প্রশাসন হইতে চিকিৎসা শিক্ষা পৃথক থাকিবে

বাসস : বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর প্রেসিডেন্ট এরশাদের সভাপতিত্বে গতকাল ঢাকায় আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের কমিটি কক্ষে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আর্থিক ও হিসাব রক্ষণের বিশৃঙ্খলা দূর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই উদ্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

চিকিৎসা শিক্ষা

(১ম পৃঃ পর)

কমিশন সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটা অভিন্ন হিসাব রক্ষণ বিধি প্রণয়ন করিবে।

সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, দেশে কোন চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় থাকিবে না। চিকিৎসা শিক্ষাকে হাসপাতাল প্রশাসন হইতে আলাদা করা হইবে। চিকিৎসা শিক্ষা শিক্ষা-মন্ত্রণালয়ের আওতায় এবং হাসপাতাল প্রশাসন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় থাকিবে।

বৈঠক মনে করে যে, চিকিৎসা শিক্ষাসহ বিশ্ববিদ্যালয় পাঠক্রম ও পাঠ্যনির্ঘন্ট আধুনিক ও সময়োপযোগী করা দরকার। জানানো হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই উদ্যোগ নিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনের ও সর্বতোভাবে শিক্ষার পরিবেশের উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যে বৈঠকে ১৯৭৩ সনের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশটি আলোচিত হয়। আর্থিক ব্যবস্থাপনা দেখাশোনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পূর্ণকালীন ট্রেজারার নিয়োগের প্রশ্নও আলোচনা করা হয়। ভাইস চ্যান্সেলরদের পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবায়নেরও পর্যালোচনা করা হয়।

সভার শুরুতে প্রেসিডেন্ট এরশাদ উচ্চতর শিক্ষা কেন্দ্রে নিখাদ সুস্থ শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি শিক্ষার উচ্চমান অর্জনের প্রচেষ্টার গুরুত্ব উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থার উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলেরই আন্তরিক প্রচেষ্টা চালানো উচিত।

উপ-প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক উপদেষ্টা কাজী জাফর আহমেদ, শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান ও জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, প্রেসিডেন্টের মুখ্য সচিব এ এইচ সাদিক, শিক্ষা সচিব হেদায়েত আহমেদ, অধিভুক্তিকরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্প উপদেষ্টা অধ্যাপক এম এ বারি এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য অধ্যাপক শামসুল হক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।